

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

মলয়া সংগ্রহ

আমি তোমার পোষা পাখি ওহে দয়াময়।

তুমি আমার মনমহাজন, সদয় নিদয়।।

আমি তোমার পোষা পাখি, যা শিখাও তাই শিখি।

যা করাও তাই করি আমি, আমি আমি কিছু নয়।।

সংসার পিঞ্জরে তুমি, -রেখেছ রয়েছি আমি,

সুখ ভোগে আশ মিটে না ছুটিতে চাহে হৃদয়ে।

আমারে লইয়ে তুমি, খেলা কর দিবা যামী,

হাসাইলে হাসি আমি, কান্দাইলে কান্দিতে হয়।

চলাইলে চলি আমি, বলইলে বলি আমি,

তুমি আমি, আমি তুমি, দেহ আত্ম পরিচয়।। ৩৩।।

ওরে মন বুলবুল পাখি।

এ বোল সে বোল না বলিয়ে,

দয়াময় নাম বল দেখি।

সদানন্দে আত্মারাম,

বল কালী কৃষ্ণ নাম,

জ্ঞানে প্রেমে মত্ত হয়ে,

তত্ত্ব ফলে চোখ রাখি।।

মলয়া ১ - ১০

কাজ কিরে মন গয়া, গঙ্গা, যেয়ে কুরুক্ষেত্রে, কাশী

প্রাণের ভিতর প্রাণ যদি মোর, প্রেমে বাজায় ভাবের বাঁশী

মহাজন করেছে সীমা, ভাবের গুরু - প্রাণ - প্রতিমা

অভেদাত্মা শিব, শ্যামা, পরমাত্মা পূর্ণশশী

ভান্ডেতে আছে ব্রহ্মান্ড, খন্ডে খন্ডে সে অখন্ড

দেখে সব কৌশল কান্ড, মনে পড়ে শিশুর হাসি।

(দ্র.মলয়া)

কামকামিনী মদন বাণে,

আর যা ছিল বিষয় গুণে,

টানতেছে বিপর্যয় টানা।

শোন বলি ও আমার মন,

ঠিক থাকে না তোমার ওজন

কামিনী আর পেয়ে কাঞ্চন,

আত্মাদে হলি আটখানা।

দ্র. মলয়া

কামে প্রেম করিল বিনাশ।

স্বকর্মে বিপাকে টানা, হতে প্রকাশ।

বহে প্রেম সোমধারা, পুলকে আপনানাহারা,

উর্দ্ধয়তে মূলাধার, তদুর্দ্ধে নির্মলাকাশ।

আকাশে প্রকাশে ইন্দু, ঝরে সুখা বিন্দু বিন্দু,

কামিনী কটাক্ষে সিন্ধু, উথলিয়ে হয় হাস।

আকর্ষণে বিকর্ষণে, স্থলিত মাধ্যাকর্ষণে,

কালের ঘরে ফেলে টেনে, দুর্বল চিদাভাস।

ধরিতে সরল রেখা, অমনি হয়ে যায় বাকা,

হল না সাধন রাখা, লাগিল অতি তরাস।

মনিতে জনমে মন, সে ধন বিনে সাধন,

হবে না যেন কখন, মনোমোহন নরাশ।

মলয়া সংগীত ১/ ৬৯

কার কে, কে কার, যে যার সে তার।

তার পরে আর, যার যার তার তার।

কে করে পাপ কেবা পুণ্য, আমি কি তুমি ভিন্ন,

এক আত্মা নাই অন্য, মজায় শূন্য নামে তার।

ত্রিগুণে ত্রিগুণা করে, লীলা নিত্য লীলা করে,

আমি আমার কে কয় করে, ভাবিলে ঘুচে আঁধার।

ম/ ১ম - ১৯৮

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

কার ভরসা কররে ভাই -

(ও) সাধু বেপারী।

মনত আপনা নয়, করে ঝাকা জোড়ি।

গুরুত আপনা নয়,

না কয় তত্ত্ব কথা ;

স্বীত আপন নয়,

না নেয় মর্ম ব্যথা ;

কুটুম্বত আপন নয়, চায় টাকা কড়ি।

বাড়ী আপনা নয়,

পড়ে রবে ছাড়া ;

পুত্রত আপনা নয়,

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

মলয়া সংগ্রহ

নাহি দিবে সাড়া;
দেহত আপনা নয়, কিসের বাহাদুরী।
ধনত আপনা নয়,
সঙ্গে নাহি যাবে;
বন্ধুত আপন নয়,
কথা নাহি কবে;
দিন থাকিতে মনোমোহন কয়, চিন আসল বাড়ী॥ ৫২॥

কারে শুধাব সে কথা বলবে আমায়।
পশু বধ করিলে কি খোদা খুশী হয়॥

ইব্রাহীম নবীকে শুনি
আদেশ করেন আল্লাহ গনি
প্রিয় বস্তু দাও কোরবানি
দুস্বা বলিল আদেশ কোথায়॥

মরণের আগে মরা
আপন প্রাণ কোরবানি করা
প্রাণ অপেক্ষা সেই পিয়ারা
সে ভেদ কি বুঝায় শরায়॥

সারিয়া আপনার জান
আবেগেতে দাও বলি দান
নবীজির হাদীস ফরমান
মুতু কাবলা আস্তা মউত তাই॥

কেমনে হবে কোরবানি
সে ভেদ প্রকাশ নাহি জানি
লালন বলে কোথা জানি
সাঁইয়ের কোরবানি এত্তেদায়॥

~ ~ ~ ~ ~ ফকির লালন সাঁই

কোথা গো করুণাময়ী, করুণা কর কিঙ্কর।
হীনবল সাধনে আমি, দেখিতে না পাই তোমারে।
সংসারে দারুণ তৃষা, মিটে না মা এ পিপাসা,

দেখিছ বুঝি তামাসা, ফেলায়ে ভব গহ্বরে।
চারিদিকে হেরি শূন্য, তোমার বিনা নাহি অন্য,
কোথা গো জীবনের অন্ন, পাই না তো তালাস করে।
রুদ্ধ ভবিতব্য দ্বার, দেখা নাহি যাই আঁধার,
দিবে কি খুলিয়া তার, কবাট করুণা করে।
এ যাতনা কুন্তীপাকে, লক্ষ মা ঘোর বিপাকে
মনোমোহন মা তোমাকে, সাথেগো চরণে ধরে।

মলয়া সংগীত

রাগিণী বিভাস-তাল ঝাঁপতাল

কর বা না কর কাম,
নাম সত্য জেনে রেখ,
জন্ম মরণ আছে যখন,
আমোক্তারী দিয়ে রাখ।
পরলে পরে ফেরে ফারে,
ডাকতেই যখন হয় তারে,
তবে কেন বারে বারে,
তারে নারে করে থাক।
ভাবের গুরু ব্রহ্মময়,
জীবের ভাগ্য দয়াময়,
দয়াকে করি আশ্রয়,
ভক্তি করি প্রাণে মাখ।
মনের মতন হয় না কন্ম,
ইথে কি বুঝি না মন্ম,
সতিহঁ রয়েছে ধর্ম, মনো কয় বুঝিয়ে দেখ॥

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত ২/ ১০৯

গায়েবী আওয়াজে কয়, শুনরে মুসলমান,
আখেরে দুনিয়া ফানা, রাখরে ইমান।
চুরি করা, মিছা কওয়া, বেসরা বেপরদা হওয়া
পরহেজ সবুরে মেওয়া, কোরাণে ফরমান।
জরু লারকা দুনিয়ার, সমঝে দেখ ফক্কিকার,
মওত আজাবে তার, হইবে ইনসান।
দিলের গড়বী ছাড়, হাদিসের কথা ধর,
কেয়ামত ইয়াদ কর, হাসরের ময়দান।

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

মলয়া সংগ্রহ

হরদমে আল্লার নাম, ফুকার দুনিয়ার কাম,
ভুকে অন্ন পিয়াসে পানি, এতিমেরে দিও দান
ভাবিয়ে মনোমোহন কয়, আল করিম দয়াময়,
জাতে ভাতে জোদা নয়, জমিন আসমান।
একই হরফে জোরা, ভাবে যারা বুঝে তারা
আপ্তাবদিন দিশেহারা, বড় পেরেশান।

যে যারে নিয়ত ভাবে সে তার স্বভাব পায়।
প্রেমিকের এমনি ধারা, চোখ দেখলে তা চিনা যায়।
যে জন সহজে মজে, প্রাণপণে প্রেম ভজে,
সে যে প্রতিবিশ্ব হয়, নির্মল রূপের ছটায়।
হইলে প্রেম লোলুপ, শরীরে ধরে সে রূপ,
দুই অঙ্গ এক হয়ে, ভুবনে রঙ্গ খেলায়।
ম/ ১ম- ১৯৯
মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

যে দিন আমার ভব- লীলা হবে অবসান,
তার কিছু পূবে, মায়ামুক্ত করে দিয় ভগবান।
এই ভিক্ষা তোমার কাছে,
এ দাস অকাতরে যাচে,
টানাটানি করে যেন,
ছিঁড়ে নাহি যায় প্রাণ।
হরি তুমি ভক্ত বৎসল,
প্রাণে দিও প্রেমেরি বল,
কেটে দিও মায়ার শিকল,
আনন্দে করি আস্থান।

মলয়া

যত সব কানার হাট বাজার।
বেদ বিদি শাস্ত্রকানা, আর এক কানা মন আমার।
পন্ডিত কাণা অহংকারে, সাধু কাণা অবিচারে,
কাণায় কণায় যুক্তি করে, যেতে চায়রে ভব পার।
কেউবা হয়ে দিনে কাণা, পরের দোষে দিচ্ছে হানা,
রাতকাণা কেউ শুয়ে শুয়ে, ঘুমের ঘোরে দেয় বাহার।
কাণায় কয় কাণারে কাণা, আমার পথে চলে আয় না,

আচ্ছা মরি বাবুয়ানা, তোর পথে কি আছে সার।
কাণায় কাণায় ঠেলাঠেলি বেশ করতেছে গালাগালি,
মনোমোহন কেন কাণা হইলি, অন্ধ হয়ে থাক এবার।
আন্ধার খেলা ধাক্কার মেলা, বোবায় খাইছে রসগোল্লা,
আন্ধা ধাক্কা বোবা কাণা, মজা লুটে নিচ্ছে তার।
ম/ ১ম - ২১২
মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

ডাক দেখি মন ডাকার মত।
ডাক শুনে সে আসে কিনা দেখবরে তার দয়া কত।।
ভক্তিভরে মধুর স্বরে, ডাকদেরে তায় প্রাণ ভরে,
না এসে কি থাকতে পারে, তরি প্রাণ ভক্ত গত।
আকুল প্রাণে ডেকে তাঁরে, কে কবে গিয়াছে ফিরে,
ভক্ত বৎসল দয়া করে, দেখলে পরে অনুগত।।
মলয়া ১-১৫

ডাকলে যে জন দেয় না সাড়া,
কি হবে আর তারে ডে'কে।
সুখে থাক তুই আপনা ভাবে,
যেমন আছি তেমন থেকে।
কেন্দে কেন্দে হ'লে সাড়া,
যে মুছায় না অশ্রুধারা,
ভয় পেলে যে নেয় না কোলে,
কাজ কি আছে দিয়ে তাকে।
পোড়া প্রাণ জুড়াইতে,
ডাকি তায় আকুল চিতে,
সে চায় না ফিরে রয় তফাতে,
এমন জনে কেবা ডাকে।।
মলয়া ১-১৩

থাকলে সেত ডাকলে দেখা দিত আমারে।
নাই ব'লে সে মোরে মনে হয়,
যে যত কয় ধাঁধায় প'ড়ে।।

যে যত করেছে গণ্য,
সবার মান্য ভিন্ন ভিন্ন,

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

মলয়া সংগ্রহ

বিচার করে পাপ পুণ্য,
অরণ্যে ভ্রমণ করে।

ছিলি শূন্য, হবি শূন্য,
মিছে দুই চার দিনের জন্য,
হিসাব করে পাপ পুণ্য স্বভাবে ঠেকেছ ফেরে।

ভাবছ ব'সে তুমি তুমি,
আমি ভিন্ন কইবা তুমি,
আমার আমি সেও তুমি, তুমি বলে কে কয় কারে

স্বভাব ছাড় স্ব-ভাব ধর,
আমার আমি নির্দেশ কর,
সাধন সিদ্ধি এই তোমার,
আর যত বিপাকে ঘুরো।

মলয়া ১-১৯

দাঁত না হইতে যিনি আহার দিয়েছেন, দাঁত দিয়া কি তিনি
আহার যোগাইবেন না ? বিশ্বাস করিলে ভিক্ষা করিতে হয়
না।

খনি ৫/ ৪৫

ধর ধর ধর তোর পোষাপাখী, যেতে দিস না তারে উড়ি ।
ভক্তি ফাঁদে ফাঁদ পাতিয়ে , আঁখিতে লাগায়ে ডুরী।
চাই যদি সে ফাকি দিতে, ভুলিস না তুই তার ফাঁকিতে ,
সে যা বলে করিস না তাই , তবেই ভাই রবে পড়ি।
ছটফটাবে যতই সে , থাকিস না তুই তাহার পাশে ,
আড়াল থেকে দেখবি কেবল , পাগল নাচে কেমন করি ।
সায় দিবি না তার কৌশলে, চলবি কেবল উল্টা কলে ,
মনোমোহন কয় তাহা হইলে, অবহেলা যাবি সারি ।

মলয়া সংগীত ২ / ৭০

না দিলে প্রেম সোহাগা, কেলে সোনা গলবে কিসে।
বলছে জুহুরীর যারা, আর কিছুতে গলে না সে।
ব্যভিচার করে ত্যাগ, জ্বাল অগ্নি অনুরাগ,

নিষ্কাম ভক্তি বলে, বিরহ দীর্ঘ শ্বাসে ।
সে আগুণে দিয়ে হোম, দাওরে কনিকা প্রেম,
দেখবে সে যে আপনা হতে, তরল হ'য়ে আসে।
ভেবে না কঠিন বলে, ভেড়ার শৃঙ্গে হীরা গলে,
তত্ত্বজ্ঞানে শিথিয়ে দেখ, আলোকে আঁধার নাশে।

নিয়ত রমণ কর, হরিপদ যোগীতে।
কালী কৃষ্ণ শিব যোগ, প্রস্তুতিত যোনি মুখ
ব্রহ্মানন্দ রস তাহে, পাবে মৈথুনেতে
জ্ঞান প্রেম কুচগিরি, দৃঢ় আলিঙ্গন করি
পিয়েরে অধর সুধা, সাধুজন মুখেতো
দ্র. মলয়া
মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

পাগলারে মনা
যে তোরে করছে সৃষ্টি ভাব তাহারে।
তুচ্ছ কর লোক নিন্দা,
মান অপমান দেও ছেড়ে।

ছিলে বা কই, এলে বা কই,
ভাব বসে যাব বা কই,
আমি তুমি কার বা কে হই
কার চাকরি কেবা করে।

জন্ম মরন আছে লেখা,
পাবিনা তুই কারো দেখা,
যেমন চিত্র পটের চিত্র আঁকা
ধরগে সেই চিত্র করে।

খেলার ঘরে হয়ে গুটি,
আসল কাজে দেখি ক্রটি,
মনোমোহন কয় মোটামুটি
উজান চল ভাটি ছেড়ে।

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

২/ ৮৪

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

মলয়া সংগ্রহ

পায় ধরে কই গুরু ভজ, যাইও না মন কুপথে।
সোজা রাস্তায় চলরে ভাই, ভবের বোঝা নিয়ে মাথে।
কন্টকে বাড়িয়ে পাও, দুঃখপেও না মাথা খাও,
আনন্দে হরি গুণগাও, কেও যাবে না কারো সাথে।
আসবে সমন বাঁধবে ও মন, শুনবে না করো বিনয় বারণ,
হুঁসে থেক কয় মনোমোহন, ধরে চরণ ষোড়হাতে।

আগুনে পরীক্ষা হইল,
ইঞ্জিলে তার নামটি আঁটা।
ফকির ছিল ঈশা মুসা,
ঘটেছে তাঁদের কতই দশা
মনোমোহন কয় ছাড় আশা,
নৈলে বাঁধ বুকের পাটা।

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত ১ / ২৪৬

পঞ্চ পঞ্চ যাবে যদি, না রবে বারণ।
পঞ্চত্ব না পেতে কর, পঞ্চকে বরণ।
পঞ্চভাবের স্বভাব ধরে, পঞ্চকে বঞ্চনা করে,
প্রপঞ্চ ছাড়িয়ে হও, মাটির মতন।
বেদ ছাড়া বেদ পড়, বিধি ছাড়া বিধি ধর,
করণ ছাড়া কার্য্য কর, হবে না মরণ।
এক আত্মা একই প্রাণী, এক আগুন একই পানি।
এক বিনা আর নাহি জানি, যে বলুক যেমন।
স্বভাবেতে তত্ত্ব কথা, নিগূম ঘরে আছে গাঁথা,
স্বভাব নৈলে সকল বৃথা, সত্য নিরূপণ!
লাগাইয়া ভাবের ডুরি, স্বভাবের ভাব কর চুরি,
অনায়াসে যাবে তরি, কহিছে মনোমোহন।

মলয়া ১/ ১৮৬

ফকিরি কি গাছের গোটা
টেকি যদি স্বর্গে যাইত
বারা বানতে তবে কেটা।
ফকিরি বড়ই শক্ত,
ফকির ছিল প্রহ্লাদ ভক্ত,
বিষ খাওয়াইয়ে আগুন দিয়ে,
...করেছিল লোহা পীটা।
রূপ শনাতন ফকির ছিল,
বায়ান লাখ ছেড়ে দিল,
ঝুলি কাঁথা সঙ্গে নিয়ে
স্থান পেল সে ফকিরহটা।
ইব্রাহীম ফকির ছিল,
আপন পুত্র জবাই দিল,

মন তুমি আছ কোন তালে ?

দিন থাকিতে লও হরিনাম, কাঁদবিরে দিন গেলে।
কার বা বাড়ী কার বা ঘর, কে হয় আপন কেবা পর,
কোন দিন জানি টান দিয়ে লয় তোরে কোলে।
কোথায় রবে রঙ্গ তামাস, কোথায় যাবে মনের আশা ;
দালান কোঠা, ভাঙ্গবে বাসা, ভস্ম হবি গাঙ্গের কুলে।
চক্ষু কর্ণ নাকে মুখে, সাফ করছি সাবান মেখে,
পুড়ে যাবে আগুন লেগে, কিস্বা কাকে খাবে খুলে।
মাটির দেহ হবে মাটি, হওয়ার আগে হওনা খাঁটি,
ছেড়ে দাও সব পরিপটী, লাঠী শোটা রাখ তুলে।
শুনরে মানুষ বলি তোরে, স্বপন দেখিস নেশার ঘোরে,
ভাঙ্গলে নেশা পাবি দিশা, হিসাব দিতে লাভে মূলে।
মনোমোহন কয় বিনয় করে, খান্দা বাজী বুঝে নেবে,
আন্ধার মত ঘুরিস নারে, ডকরে হরিবল বলে।

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত ২/ ১০২

শিথিয়ে দে তুই আমারে, কেমন করে তোরে ডাকি।
এক ডাকে ফুরাইয়ে দেইরে, জন্ম ভরার ডাকাডাকি।
যেমন করে ডাকলে পরে,
শুনতে পাস তুই হঠাৎ করে,
হাসি দিস আমার অন্তরে, প্রাণভরে যায় রয়না বাকি।
ডাক দিয়ে তুই ডাক শিথিয়ে,
ফাক না দিয়ে, আয়না খেঁয়ে,
খেলাই আমি তোরে ল'হয়ে তোর প্রাণে মোর প্রাণ মাখি।
যে রূপে তোর নয়ন ধারা,
সে রূপ ধরে নয়ন ধারা
বারণ করি হওনা দাঁড়া, চেয়ে থাক দুই পাগলা আঁখি।
মনোমোহন বেহুসার মন,

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

মলয়া সংগ্রহ

কমতি পড়ে নাই তার ওজন,
আপনি কর তারে শোধন, হৃদয়ে জাগ্রত থাকি॥ ৮॥
১ম/ মহর্ষি মনোমোহন দত্ত।

পরাণে কয় একরূপ সেরূপ, কে জানে তার, কিবা কোন রূপ,
বেদান্তে কয় অরূপ স্বরূপ, ঘটে পটে সর্বস্থলে।
বাইবেলে কয় ঈশারা পিতা, আর যত হয় সবই মিথ্যা,

শুন বলি পাগলের চেলা।
পাগলা হাওয়া নয় সামান্য, দেবের মান্য পাগল ভোলা।
এক পাগল হয় নারদ ঋষি, বীণা বাজাই দিবানিশি,
আর এক পাগলা বাজায় বাঁশী, বাসা করছে কদমতলা।
আর এক পাগলা হয় হনুমান, রামরূপে ধরছে ধ্যান,
বক্ষ চিড়ে দেখইল নাম, ছিড়িল মুকুতার মালা।
আর এক পাগল গৌরহরি, ডোর কৌপীন ধারণ করি,
হরি হয়ে বলছে হরি, স্কন্ধে নিয়ে ভিক্ষার ঝুলা।
যদি পাগল হওয়া ভাল লাগে, মন পাগলের ধরণে আগে,
ঐ পাগল তার সঙ্গে থাকে, সব পাগলামী যাহার খেলা।
মনোমোহন তার স্বভাবেতে, পারল না সে পাগল হতে,
কামিনী কাঞ্চন হাতে, লাগাইল পাগলের তাল। ॥

কোরাণে কয় ঠিক দুরন্ত, বটে মহম্মদের দোস্ত,
হয়ে গেলাম হেস্ত নেস্ত, পড়ে মস্ত কথার ভুলে।
গৌরাঙ্গে কয় কৃষ্ণরাধা, বৌদ্ধে বলে বুদ্ধের কথা,
নাস্তিকে কয় ঈশ্বর মিথ্যা, আপনা আপনি জগৎ চলে।

যে যা বলে সবারি মূল, একব্রহ্ম সূক্ষ্ম স্থল,
লীলাতে ঘটাইছে গোল দীন হীন মনোমোহন বলে।

রাগিণী সিন্ধু তাল ঠুংরি

মলয়া 1 -4 5

সাধু সঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে, প্রেমতীর্থে মুড়িয়ে মাথা,
গুরু কল্পতরু জড়িয়ে ধর, ওগো আমার ভক্তিলতা।
বিশ্বাসের আঁকড়া দিয়ে, পাকড়াইয়ে ধর তারে,
কুবাতাসের ঝাঁকড়া পড়ে, ভাঙ্গে না যে লতার মাথা।
চৌদিকে দাও সত্য বেড়া, ফিরবে তাতে ছাগল মেড়া,
জল ঢাল তায় ঘড়া ঘড়া, ফুটিয়ে ফুল মেলবে পাতা।
ফুলের গন্ধে মনঅলি, -মত্ত হলে শুনবে মালী,
নয়ন ভরে তুমি খালি, সেই ফুলে দেখিও রাধা।
রাধা পদ্ম ফুটলে পর, বাজায়েছ বাঁশী গুন গুন স্বরে,
কালো ভ্রমর আসবেই উড়ে, কালো নয় সে উজ্জল সাদা।
মনোমোহন কয় নীচের মাটি, হয় না আমার পরিপাটি,
মিছামিছি কান্দাকাটি, শুকনা মাটি হয় কি কাঁদা। ১ /
৭৯॥ মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

হরি তোমায় জানতে গিয়ে পড়েছি এক বিষম গোলে।
আসল কথায় ঠিক পাই না তার, শুনি কেবল যে যা' বলে।